শিরোনাম
১৪ মে ২০১৯ ১৩:৪২

র‍্যাংকিং ও উচ্চশিক্ষার মান নিম্নগামী

অভিযোগের অঙ্গুলি শিক্ষক রাজনীতির দিকে

ড. মিল্টন বিশ্বাস

র‍্যাংকিংয়ে পৌঁছতে হলে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হতে হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং জ্ঞান সৃষ্টি ও প্রসারের কেন্দ্রস্থল। আমাদের দেশে অতীতে রাজনীতির নামে বিবদমান ছাত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও রক্তপাতের কারণে সৃষ্ট নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে চরমভাবে বিঘ্নিত করেছে, যা অনভিপ্রেত

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠদান, গবেষণা, জ্ঞান আদান-প্রদান এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি- এ চারটি মৌলিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' তাদের পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী এশিয়ার ৪১৭টি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তালিকা চলতি মাসে প্রকাশ করেছে। তালিকায় বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। অথচ এই র‍্যাংকিংয়ে নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকার বিশ্ববিদ্যালয় সেরার তালিকায় স্থান পেয়েছে। অবশ্য তার আগে QS University Rankings: Asia 2018 অনুযায়ী, বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ চারটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তালিকায় স্থান পেয়েছিল। একটি বিশ্ববিদ্যালয় সেই দেশের সমাজ বা রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়, সরকারি-বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিগত গবেষণা কেমন হয়, সর্বোপরি যেসব তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং করা হয়, তা 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি বলে মন্তব্য করেছেন একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে গত এক দশক কেবল আলোচনা, সমালোচনা ও সেমিনার হয়েছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়েছেন বিশিষ্টজনরা। অবশ্য কার্যকর পদক্ষেপ এখনো পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য, দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ৩৯ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যায় বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে চতুর্থ। বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনবহুল দেশ। পৃথিবীর এক হাজার ভাগের ২৪ ভাগ মানুষ এখানে বাস করে। এই জনবহুল দেশটির কোনো বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না, এটা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়।

২

গত বছর (২০১৮) ইউজিসি আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে শিক্ষার মান নির্ধারণ,

দায়ী শিক্ষকরা। দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলে থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারি কর্তৃত্ব, শিক্ষকদের স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার, শিক্ষায় বরাদ্দ ও গবেষণার অপ্রতুলতা, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি, শিক্ষার্থীদের আবাসন ও ছাত্র রাজনীতিতে সংকটজনক পরিস্থিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনাফামুখী প্রবণতার মতো বিষয়গুলো মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তায় আনতে হবে। আবার এটা সত্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কয়েকটির মান যথেষ্ট উন্নত কিন্তু টিউশন ফি অত্যন্ত বেশি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় মুনাফামুখী, সে তুলনায় মান অর্জনে আগ্রহ কম। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। আরও অভিযোগ হলো- শিক্ষকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হলেও এখন মূলত দলীয় রাজনীতি প্রধান হয়ে উঠেছে এবং সরকারদলীয় শিক্ষকদের দাপট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পড়েছে নির্বাচনকেন্দ্রিক। বছরজুড়ে শিক্ষকদের নানা নির্বাচন লেগেই থাকছে। এ সম্পর্কে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান লিখেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজাল্ট বিলম্ব, কোন্দল এবং

সরকারদলীয় আনুগত্য প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে শিক্ষকতার মান, শিক্ষার্থীদের সুযোগ ও গবেষণার মতো বিষয়গুলো বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। গত ১০ বছরে শেখ হাসিনা সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটলেও পুরনো ভূত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দূর হয়নি। অথচ আমরা সবাই বলে থাকি, মানসম্পন্ন শিক্ষা ও উন্নত গবেষণা হচ্ছে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। অবশ্য সবাই এক কথায় স্বীকার করবেন, শেখ হাসিনা সরকারের সময়োপযোগী শিক্ষানীতি ও এর সফল বাস্তবায়নের সুবাদে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমাদের গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীরা

সব ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে নিজের প্রতিষ্ঠাস্থানের চারদিকের নগর কিংবা পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে; নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালি অবলম্বন করে ছাত্র-শিক্ষক ও চারদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবে। আর এ রকম আদর্শ বিদ্যানিকেতন হলো 'বিশ্বভারতী'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানার্জনে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও সত্য অনুসন্ধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় সমাপ্তির পর একজন শিক্ষার্থী কেবল একটি সনদ উপার্জনের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন না। বরং সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিশীল মননের অধিকারী একজন ব্যক্তি হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের অন্যতম পুরোধাও তিনি। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও গবেষণার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মার্কেট ভ্যালুর চেয়ে সোশ্যাল ভ্যালু তৈরি করা জরুরি।

৪

র‍্যাংকিংয়ে পৌঁছাতে হলে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হতে হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং জ্ঞান সৃষ্টি ও প্রসারের কেন্দ্রস্থল। আমাদের দেশে অতীতে রাজনীতির নামে বিবদমান ছাত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও রক্তপাতের কারণে সৃষ্ট নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে চরমভাবে বিঘ্নিত করেছে, যা অনভিপ্রেত। ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা করতে। দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করে তাদের মেধা-মনন বিকাশের দ্বার রুদ্ধ করা হয়। দলীয় লেজুড়বৃত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত করে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন বিনষ্ট হচ্ছে, তেমনি সৎ, যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ এবং নেতৃত্ব গড়ে [illegible] ফলে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

Valueimpression